বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ
প্রধান কার্যালয়: দুগ্ধ ভবন
১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮

স্মারক নং-মিই/প্রশা-৪৬৫/কব্যন-১৮৭/ডিপি-১৩৯/২০২২/ ২০০

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪৩১ / ১৩ এপ্রিল ২০২৫

অফিস আদেশ

যেহেতু, জনাব ডা. মো. আশরাফুল ইসলাম (কর্মকর্তা নং-১৮৭), ব্যবস্থাপক (সাময়িক বরখাস্ত), সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খুলনা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে গত ৩০/০৬/২০১৪খ্রি: হতে ১৬/০৯/২০২১খ্রি: পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন;

০২। যেহেতু, তিনি দায়িত্ব পালনকালে **ক) গেইট এন্ট্রি** নিশ্চিত না করে অস্বাভাবিক ও অসামঞ্জস্য তরল দুধ সংগ্রহ; **খ)** স্বাক্ষর বিহীন বিভিন্ন রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ; **গ) বিভিন্ন সমিতির** সরবরাহকৃত দুধের পরিমাণ বেশি দেখিয়ে অর্থ গ্রহণ এবং ব্যাংক একাউন্ট বিহীন দুগ্ধ বিল পরিশোধ; **ঘ) খুলনা দুগ্ধ কারখানায় জমি** ক্রয়ে জমির মালিক হতে অবৈধভাবে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা গ্রহণ; বিধি বর্হিভূতভাবে ১,১৩,০০,০০০.০০ **(এক কোটি** তের লক্ষ) টাকা গাভী ঋণ বিতরণ; **ঙ)** খামারীদের মাঝে ঔষধ বিতরণের প্রমাণক না রাখা; **চ)** বিভিন্ন দুগ্ধ কারখানার **নির্ধারিত** স্ট্যান্ডার্ডের কম এসএনএফ এর দুধ প্রেরণ করে প্রতিষ্ঠানের ৩২,৬২,৫৯০/- (বত্রিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত নব্বই) **টাকার আর্থিক ক্ষতি** সাধন করেন;

০৩। যেহেতু, তিনি ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১খ্রি: পর্যন্ত অর্থবছর পর্যন্ত খুলনা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের দায়িত্বপালনকালে দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধ ক্রয়, দুধের ননী ও এসএনএফ-এর **পরিমাণ, আর্থিক বিষয়সহ** সার্বিক বিষয়াদির অনিয়ম প্রাথমিক তদন্তের জন্য মিল্ক ইউনিয়নের ০৪ (চার) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে **তদন্ত কমিটি** গঠন করা হয়।

০৪। যেহেতু, তদন্ত কমিটির গত ০৪/১১/২০২১খ্রি: তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ক) বিগত ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত মোট ০৫ অর্থবছর সময়কালে খুলনা **দুগ্ধ শীতলীকরণ** কেন্দ্রের সংগৃহীত তরল দুধ সংগ্রহ প্রবৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ; খ) অসৎ উদ্দেশ্যে বিগত ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত মোট ০৫ অর্থবছর পর্যন্ত খুলনা **দুগ্ধ** শীতলীকরণ কেন্দ্রে সংগৃহীত তরল দুধ কোনরুপ গেইট **এন্ট্রি না করে প্রবেশ** করে; গ) বিগত ২০১৬-২০১৭ হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত খুলনা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে সংগৃহীত তরল **দুধের মাননিয়ন্ত্রণ /ননী** পরীক্ষার রেজিষ্টার, মাস-ব্যালেন্স রেজিষ্টার, ট্যাংকার প্রেরণ রেজিষ্টার বুকসমূহ ল্যাব তত্ত্বাবধায়ক ও কারখানার **ব্যবস্থাপক/ভারপ্রাপ্ত** কর্মকর্তার স্বাক্ষর বিহীন অবস্থায় সংরক্ষণ করেছে; ঘ) বিভিন্ন প্রাথমিক সমিতির সরবরাহকৃত **দুধের পরিমান বেশী দেখিয়ে** অর্থ গ্রহণের জবানবন্দি পাওয়া গিয়েছে; ঙ) জমি ক্রয়ে কারখানার ব্যবস্থাপক অর্থ আত্মসাৎ করেছে **মর্মে জমি বিক্রেতার লিখিত** জবানবন্দি পাওয়া গিয়েছে; চ) কারখানার ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাকৃত প্রান্তিক **দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের মাঝে** জরুরী পশুচিকিৎসা কাজে ভেটেরিনারী মেডিসিন সরবরাহের/ব্যবহারের **প্রমাণক সংরক্ষণ করেন নাই; ছ) অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ব্যাংক** এ্যাকাউন্টবিহীন অসংখ্য সমিতির **দুগ্ধ** বিল পরিশোধ করা হয়েছে; জ) গাভী ঋণ বিতরণে ঘোষভিত্তিক **সমিতিকে প্রাধান্য** দেওয়া ও নিয়ম বহিঃর্ভূত উপায়ে রেজিষ্ট্রেশন বিহীন সমিতিতে গাভী ঋণ বিতরন করা হয়েছে; ঞ) প্রাথমিক সমিতিতে **বিতরনকৃত** এ্যালুমিনিয়াম মিল্কক্যান বিতরনের হিসাব/রেজিষ্টার বহি সংরক্ষণ না করার ফলে ক্যান বিতরন বাবদ প্রকৃত **আদায়কৃত জামানতের** টাকার হিসাব গড়মিল পাওয়া গিয়েছে; ট) নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে অগ্রীমভাবে দুধের মাসিক সমাপনী **মজুদ দেখানো** এবং পরবর্তী মাসে সমাপনী মজুদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; ঠ) খুলনা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র হতে বিগত ২০১৬-২০১৭ **হতে** ২০২০- ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন দুগ্ধ কারখানায় প্রেরিত **দুধের** এস.এন.এফ কম পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে **মর্মে উল্লেখ করেছেন;**

০৫। যেহেতু, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় তার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে স্মারক নং-মিই/প্রশা-০৭/এস-১২/২০২১-৩৩৫ তারিখ: ২০/০২/২০২২খ্রি: **তারিখে** তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

০৬। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে স্মারক নং-মিই/প্রশা-০৭/এস-১২/২০২১/৭৯৮ তারিখ: ১২/০৫/২০২২পত্র মূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০৭। যেহেতু, জনাব ডা. মো. আশরাফুল ইসলাম (কর্মকর্তা নং-১৮৭), ব্যবস্থাপক গত ৩১/০৫/২০২২খ্রি: তারিখে অভিযোগনামার জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করলে গত ৩১/০৭/২০২২খ্রি: তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

০৮। যেহেতু, অভিযুক্তের জবাব, **অভিযোগনামা, অভিযোগ** বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটির তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হওয়ায় মিল্ক **ইউনিয়নের চাকুরী** বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর ৮.০৬(২)(গ) বিধি মোতাবেক তদন্তের জন্য জনাব **মোল্লা মোহাম্মদ** নিয়ামুল বাসার (উপনিবন্ধক) অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

চলমান/পাতা-২

০৯। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত **প্রতিবেদনে তার** বিরুদ্ধে "মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯)-এর **বিধি** ২.০৪ **ও বিধি ৮.০১ (১) (খ)** মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীত প্রমাণিত মর্মে গত ২৫/০৯/২০২২খ্রি. **তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন** দাখিল করেন;

১০। যেহেতু, তদন্ত **কর্মকর্তা'র প্রতিবেদন ও আনুষঙ্গিক** নথিপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় **মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও** নিয়োগ নীতিমালা ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ **(সংশোধিত-২০০৯) এর বিধি ৮.০৬ এর (৬) মোতাবেক** ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশনা **প্রদান করা হয়;**

১১। যেহেতু, **অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত** অভিযোগ, দাখিলকৃত কাগজপত্র, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানির সময় প্রদত্ত বক্তব্য, **তথ্য-প্রমাণক, ২য় কারণ দর্শানোর জবাব** ও সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত বেশ কয়েকটি অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অবশ্যই আন্তরিক ছিলেন না মর্মে প্রতীয়মান হয়, কারণ তিনি নিজেই বেশ কিছু অভিযোগ খন্ডাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনেও অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে দায়িত্বহীনতার প্রমাণক পাওয়া যায়। ৩০/০৬/২০১৪খ্রি: হতে ১৬/০৯/২০২১খ্রি: পর্যন্ত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত যথাসময়ে সংরক্ষণ না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ আমান্য করেছেন। আইনানুগ আদেশ পালন না করে সংশ্লিষ্টদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছেন যা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এহেন কর্মকান্ডে জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর বিধি ২.০৪ মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগীটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য।

১২। অভিযুক্ত কর্মকর্তা একজন সিনিয়র ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে তথা আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যা বিবেচনাযোগ্য।

১৩। সেহেতু এক্ষনে, জনাব ডা. মো. আশরাফুল ইসলাম (কর্মকর্তা নং-১৮৭), ব্যবস্থাপক (সাময়িক বরখাস্ত), সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খুলনা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে-কে মিল্ক ইউনিয়নের চাকুরী বিধি ও নিয়োগ নীতিমালা-২০০৮ (সংশোধিত-২০০৯) এর বিধি ৮.০১.১(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১৩৯/২০২৩ এর দায়ে একই বিধি'র ৮.০২(১)(ক)২. বিধি মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য বার্ষিক বর্ধিত বেতন স্থগিত রাখা" দন্ড প্রদান করা হলো। দন্ডের মেয়াদান্তে উক্ত স্থগিতকৃত বার্ষিক বর্ধিত বেতন এবং স্থগিত জনিত বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন না। তার সামায়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে।

স্বা./-
জাহিদুল ইসলাম
যুগ্মসচিব (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.)
(মিল্ক ইউনিয়ন)।

স্মারক নং-মিই/প্রশা-৪৬৫/কব্যন-১৮৭/ডিপি-১৩৯/২০২২/২০৫/১ (২)

তারিখ : ৩০ চৈত্র ১৪৩১ / ১৩ এপ্রিল ২০২৫

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মিল্ক ইউনিয়ন (ব্যবস্থাপনা কমিটি'র পরবর্তী সভায় অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
২. মহাব্যবস্থাপক (এসপিপি/বিপণন/টেকনিক্যাল ও অপারেশ-অ:দা:) মিল্ক ইউনিয়ন।
৩. অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (সকল) মিল্ক ইউনিয়ন।
৪. উপ-মহাব্যবস্থাপক (সকল) মিল্ক ইউনিয়ন।
৫. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নিরীক্ষা) মিল্ক ইউনিয়ন।
৬. জনাব ডা. মো. আশরাফুল ইসলাম (কর্মকর্তা নং-১৮৭), ব্যবস্থাপক, সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খুলনা দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র সাময়িক বরখাস্ত (সংযুক্ত : সিলেট বিক্রয় কেন্দ্র)।
৭. সভাপতি মিল্ক ইউনিয়ন এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সভাপতি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮. উপ-ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), মিল্ক ইউনিয়ন (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।
৯. ব্যক্তিগত নথি/অফিস কপি/মাস্টার কপি।

১৩/৪/২০২৫
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অ. দা.)
মিল্ক ইউনিয়ন।